যুগান্তর

তারিখ ... 01 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৫ ...

সালতামামি ২০১৩

অভিশপ্ত বছর পার করল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহিদ সুলতান লিখন, জাবি প্রতিনিধি

দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগরে ২০১৩ সালটি ছিল একটি অভিশপ্ত বছর। বছরজুড়ে একদিকে আন্দোলনরত শিক্ষক অন্যদিকে ভিসির অনড় অবস্থানের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম একেবারেই অচল হয়ে পড়ে। গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি আবদুল মালেক নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শুরু হয় অভিশপ্ত বছরের যাত্রা। পরবর্তীতে বিভিন্ন ইস্যুতে শিক্ষকদের আন্দোলনে ক্যাম্পাস উত্তাল হয়েছে অনেকবার। শিক্ষকদের এ আন্দোলনের কারণে বছরের অধিকাংশ সময়ই বন্ধ ছিল শিক্ষা কার্যক্রম। আন্দোলনে সব মিলিয়ে এ বছর প্রায় ৫ মাস বন্ধ ছিল প্রশাসনিক ভবন। ২০১৩-১৪ সালের বার্ষিক সিনেট অধিবেশন ও বাজেট বাতিল হয়েছে। কয়েকবার পণ্ড হয়েছে সিন্ডিকেট সভা, যার কারণে বন্ধ রয়েছে পদোন্নতি, পিছিয়েছে প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষা।

জানা গেছে, ১৮টি অভিযোগ এনে ভিসি অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেনকে অবাঞ্ছিত ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৯ জুন থেকে ভিসির পদত্যাগের এক দফা দাবির মধ্য দিয়ে ভিসি বিরোধী আন্দোলনের নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। ২০ জুন বার্ষিক সিনেট অধিবেশন হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষক সমিতির বাধায় তা ভেস্তে যায়। এরপর রিটের মাধ্যমে আইনি বাধার মুখে শিক্ষক সমিতি আন্দোলন থেকে সরে আসে এবং সাধারণ শিক্ষক ফোরাম নামের নতুন ব্যানারে আবার আন্দোলন শুরু করে। এ সময় আন্দোলনের কারণে প্রশাসনিক ভবন প্রায় ২০ দিন বন্ধ থাকে। সাধারণ শিক্ষক ফোরাম ব্যানারের আন্দোলনকারীদের কারণে ৩০ জুলাই এর সিন্ডিকেট সভা পণ্ড হয়ে যায়। ২০ আগস্ট থেকে আবার প্রশাসনিক ভবন অবরোধ এবং ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ করে দেয় শিক্ষকরা। ২১ আগস্ট শিক্ষক ফোরামের ধর্মঘট উপেক্ষা করে ভিসি প্রশাসনিক ভবনে ঢুকলে শিক্ষকরা তাকে অবরুদ্ধ করে। ২৩ আগস্ট শিক্ষক ফোরামের শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী তাদের অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করার আশ্বাসের ভিত্তিতে ১৫ দিনের জন্য আন্দোলন স্থগিত করে সাধারণ শিক্ষক ফোরাম। টানা ৮৫ ঘণ্টা নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ থাকার পর ২৪ আগস্ট মুক্ত হন ভিসি।